দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 31 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

আজ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ

পুষ্টিভবনের বিস্ফোরণে দগ্ধ গোফরান ভুঁইয়ার মৃত্যু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে গত রোববারের ভয়াবহ বিস্ফোরণে আহতদের একজন ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান গোফরান আলী ভূঁইয়া (৫৫) গতকাল মঙ্গলবার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা গেছেন।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পুষ্টি ভবনের বিস্ফোরণ

(১ম পাতার পর)

ওই বিস্ফোরণে আহত অপর ৪ জন একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী মকবুল হোসেনের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

রোববার ইনস্টিটিউটের মেটাবলিক ওয়ার্ডের বদ্ধ রান্নাঘরে গ্যাস বিস্ফোরণের পর আহত গোফরান আলী ভূঁইয়াকে অন্যদের সাথে প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সোমবার আরো ৩ জনের সঙ্গে তাকে সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহত ছাত্রী নাসিমাকে আগেই সেখানে নেয়া হয়েছিল।

গোফরান ভূঁইয়া গতকাল বেলা সাড়ে ১২টায় মারা যান। সেখান থেকে তার লাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয় এবং আছর নামাজের পর বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজার নামাজশেষে তার লাশ গ্রামের বাড়ী দাউদকান্দিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। জানাজায় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্যাবোটাজ নয়

বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ইউএনবি জানিয়েছে, ওই বিস্ফোরণ স্যাবোটাজ নয়, বদ্ধ রান্নাঘরের গ্যাস লাইনের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে ঘরে জমে থাকা গ্যাসে অগ্নিসংযোগের ফলেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। একজন কর্মচারী গ্যাস লাইন পরীক্ষা করার জন্য সেখানে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়েছিলেন। কমিটির অপর এক সদস্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নুরুল আলম জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলে কোন বিস্ফোরকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কমিটির প্রধান উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সাথে গতরাতে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কমিটির রিপোর্ট আজ বুধবার পেশ করা হবে।